Semester 2 Course Code CC3. Unit -4

Educational Philosophy II

Worksheet 4 - Unit-4 Questions and model answers.

Material developed by Rakhi Bhattacharya. W.B.E.S.

প্রশ্ন -

১) ক্ষমতায়ন কাকে বলে ? ২

২) শান্তির অভিধানগত অর্থ কি? শান্তির ধারনাটি সংক্ষেপে লেখ। ২ + ৩ = ৫

৩) অবসর যাপন বলতে কি বোঝো ? ২

৪) ভারতের সংবিধান অনুযায়ী পিছিয়ে পরা শ্রেণি বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে ? ৩

৫) ভারতে পিছিয়ে পরা শ্রেণির ক্ষমতায়নের জন্যে কিছু সরকারী উদ্যোগের উদাহরণ দাও। ৫

৬) পিছিয়ে পরা শ্রেণির ক্ষমতায়নের জন্যে শিক্ষাক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বল। ৪

৭) "শান্তির জন্যে শিক্ষা" বা "পিস এডুকেশন"-এর প্রকৃতি ও গুরুত্ব উল্লেখ করো। ৫ + ৫ = ১০

৮) শান্তি ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করে এরকম একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম বল। ১

৯) অবসর যাপনের শিক্ষা কেন গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে করো? ৫

১০) অবসর যাপনের শিক্ষার মূল নীতিগুলি উল্লেখ করো। ৫

মডেল উত্তর-

১) ক্ষমতায়ন কাকে বলে ?

উত্তর- ডিকশনারি অনুযায়ী "Empowerment" বলতে বোঝায় "the act or action of empowering someone or something : the granting of the power, right or authority to perform various acts or duties." বা " the state of being empowered to do something: the power, right, or authority to do something". [Merriam – Webster] . অর্থাৎ ক্ষমতায়ন একদিকে কোন কাজ বা দায়িত্ব পালনের জন্যে ব্যক্তিকে যে ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হয় এবং অন্যদিকে ব্যক্তি নিজের মধ্যে যখন ক্ষমতা ও অধিকার অর্জনের মাধ্যমে আত্মশক্তির অনুভব করেন তাই হল ক্ষমতায়ন।

আমরা বলতে পারি ক্ষমতায়ন হল এই দুই প্রক্রিয়ার যোগফল। যে ব্যক্তি কোন কাজ বা দায়িত্ব পালনের জন্যে ক্ষমতা ও অধিকার অর্জন করলেন তার কাছে ক্ষমতায়নের পথটি খুলে গেল, কিন্তু তিনি নিজে যখন অর্জিত ক্ষমতা ও অধিকারের দ্বারা নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন , নিজের শক্তিকে অনুভব করেন তখনই ক্ষমতায়ন ঘটে।

২) শান্তির অভিধানগত অর্থ কি? শান্তির ধারনাটি সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর - ডিকশেনারি দেখলে " peace " বলতে বোঝায় " a state of tranquility or quiet" বা " freedom from disquieting or oppressive thoughts or emotions"। [Merriam-Webster,1828]

মানুষের মন নিস্তরঙ্গ শান্ত জলাসয় স্বরূপ এমন ভাবা কঠিন। কিন্তু মনের যে চঞ্চলতাহীন নিস্তরঙ্গ অবস্থা তাই শান্তি। তাই মনের তার গঠন ও কাজ নিজে বুঝতে পারলে, অশান্তি কে সরিয়ে শান্তির জন্যে আসন পাতা যায়।

শান্তির অন্য একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা হল " peace is a social and political condition that ensures development of individuals, society and nation. It is a state of harmony characterized by the existence of healthy relationships. It is a condition related to the social or economic welfare and equality. It is also related to a working political order that serves true interests of all. In the context of intra-national and international relations, peace is not merely the absence of war or conflict, but also the presence of socio-cultural and economic understanding and unity. [NIOS].

উপরে যে কথা বলা হচ্ছে - শান্তি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান। বিকাশ ছাড়া শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সেই শান্তি দেশের ক্ষেত্রেই হোক, বা সমাজের বা রাষ্ট্রের । শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান ও প্রাথমিক শর্ত হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা। এমনকি আন্তরদেশিয় ক্ষেত্রে যুদ্ধ বা দন্দ্ব না থাকলেই যে দুটি দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে এরকম বলা যায়না। পারস্পরিক একতা, সামাজিক- কৃষ্টিগত ক্ষেত্রে বোঝাপড়া থাকলে তবেই দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ এই কথা বলা যায়।

এই পারস্পরিক একতা, সামাজিক- কৃষ্টিগত জীবন যাপনের জন্যেই শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

৩) অবসর যাপন বলতে কি বোঝো ?

উত্তর- ডিকশেনারিতে " অবসর" বা " leisure" বলতে বোঝায় "time when one is not working or occupied" বা "opportunity afforded by free time to do something"। অবসর হল সেই সময় যেখানে কাজকে সরিয়ে রাখতে হয়। মানুষের জীবনের প্রতিদিনের এক প্রশ্ন, আজ কি করবো ? কি করবোর উত্তরে আমরা পাই কাজ। অবসরের কোন নির্দেশ নেই। তাই দার্শনিকরা মনে করেন অবসরেই মানুষের প্রকৃত প্রকাশ। অন্যদিকে অবসরের গুন নিয়ে কবিগুরু লিখেছেন " ছুটির পর আমরা সকলে আবার এখানে একত্র হয়েছি। কর্ম থেকে মাঝে মাঝে আমরা যে এইরূপ অবসর নিই সে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য নয়—কর্মের সঙ্গে যোগকে নবীন রাখবার এই উপায়।"

৪) ভারতের সংবিধান অনুযায়ী পিছিয়ে পরা শ্রেণি বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে ?

উত্তর- ভারতীয় সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, দীর্ঘকালীন সামাজিক অব্যবস্থা, দারিদ্র্য , শিক্ষার সুযোগের অভাব, নানাবিধ কুসংস্কার ইত্যাদি এমন কিছু ধারণা ও মানসিতকতার সৃষ্টি করেছে, যেগুলি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগনের সমান অধিকারের দাবিকে অস্বীকার করতে শেখায়। এই সামাজিক ব্যধির ফলে ভারতীয় সমাজ শ্রেণি বৈষম্য দোষে দুষ্ট যা অনেক মানুষের অধিকারকে খর্ব করে চলেছে আজও । এই ব্যাধির উপাচারের জন্যে সাংবিধানিক সুপারিশ অনুযায়ী অনগ্রসরতা জন্মগত , অর্থনৈতিক , শিক্ষাগত ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠীগুলিকে সনাক্ত করে বিশেষ সুবিধা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশেষ শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে পিছিয়ে পরা শ্রেণি বলা হয়। ভারতে পিছিয়ে পরা শ্রেণির উন্নয়নের জন্যে নিয়ামক সংস্থা হল "National Commission of Backward Classes"। পিছিয়ে পরা শ্রেণির তালিকা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুল্যায়িত ও পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে সাংবিধানিক কোন শ্রেণির তালিকা নেই। আইন প্রনয়নের মাধ্যমে পিছিয়ে পরা শ্রেণির অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়ে থাকে যেমন – যেমন ২৯ নং ধারায় ভারতের যে কোনও নাগরিকের তার নিজস্ব ভাষা, লিপি, ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার রয়েছে। সরকার পরিচালিত বা সাহায্য প্রাপ্ত যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, জাতি, ধর্ম ভাষা , সম্প্রদায়, লিঙ্গ ইত্যাদি নির্বিশেষে কোনও ভারতীয় নাগরিককে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

- গ্রুপে প্রদত্ত সহায়ক উপকরনের সাহায্যে বাকি প্রশ্নের উত্তর করো।
- সপ্তাহ শেষে প্রগতি সমন্ধে জানাও।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ রচিত উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞান বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।